সাফল্যের ধারায় অনন্য Acer

ঈশিতা নবী

মাত্র ১৮ বছরের ব্যবধানে এসার (ACER) গ্রুপকে তাইওয়ানের টেকনো টাইকুন স্টান শিহ্ এমন পর্যায়ে তুলে এনেছেন যে এটি এখন বিশ্ব বাজারে বিশেষ করে এশিয়ার কমপিউটার বাজার দখলে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করেছে। কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নন স্টান শিহ্। মেধা আর পরিশ্রমের যোগফলের সুচিন্তিত পদক্ষেপে এসারকে তথ্য প্রযুক্তির শীর্ষ দশ কোম্পানীর একটিতে পরিণত করতে চান তিনি। সম্প্রতি সিংগাপুরের বিজনেস টাইমস্ পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তার সেই স্বপ্নেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি বলেছেন, 'পিসি বা পারসোনাল কমপিউটার নির্মাণে এসারের অবস্থান ১৯৯২ সালে ছিল ত্রয়োদশতম। আমি মনে করি ১৯৯৩ সালে পিসির বাজারে এসারের অবস্থান শীর্ষ দশে ছিল। আগামী '৯৫-'৯৬ সালে এসার প্রথম পাঁচটির একটি হবে। আর ২০০০ সাল বা তার পরপরই এসার শুধুমাত্র পিসি বাজার নয় সমগ্র তথ্য প্রযুক্তির বাজারে শীর্ষ দশের একটিতে পরিণত হবে। আর তা হওয়ার জন্য চীনসহ সমগ্র এশিয়াতে এসারের শক্তিশালী বাজার থাকার প্রয়োজন রয়েছে। সে লক্ষ্যে এসার কাজও করছে।'

সাফল্যের যে অনন্য ধারা রচিত হয়েছে তার সূত্র ধরে আগামী শতাব্দীর শুরুতে যদি এসার সত্যিই নেতৃত্বশীল তথ্য প্রযুক্তি নির্মাণ কোম্পানীতে পরিণত হয় তবে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। এসারের অর্জিত সাফল্য, বর্তমান কর্মপদ্ধতি, এবং দেশে-বিদেশে এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ থেকে এসার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী স্টান শিহ্‌র আশাবাদের সত্যতা যাচাই যেমন করা যেতে পারে তেমনি এসারের সাফল্যের রহস্যও জানা যেতে পারে। আসুন তবে এসার সাম্রাজ্য ঘুরে আসা যাক–

পরিশ্রমের প্রথম দশক ঃ ১৯৭৬ সালে মাত্র ১০ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে এসার গ্রুপের ব্যবসা শুরু। ৮০-এর দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এসার শুধুই আইবিএম কমপিটেবল পিসি বানাতো। কিন্তু শুরু থেকেই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান স্টান শিহ্‌র লক্ষ্য ছিল কি করে এটিকে সত্যিকারের কমপিউটার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়। যেখানে এটির পরিচিতি হবে নিজস্ব এবং থাকবে স্বকীয়তা। মেধাবী স্টান শিহ্ অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্রোতমুখী তৎপরতায় পুরো কোম্পানীকে নিবিষ্ট করেন এবং মাত্র এক দশকের ব্যবধানে এসার কমপিউটার ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের নিকট নিজস্ব 'ব্রাণ্ড' নামে পরিচিত হয়ে উঠে। চিলি আর মেক্সিকোর মানুষ তো আইবিএম কমপিটেবলের পরিবর্তে এখন এসার কমপিটেবল বলতেই বেশী অভ্যস্ত।

সাফল্যের ক্রমবিকাশ ঃ ১৯৮৬ সালের তুলনায় ১৯৯৩ সালে কোম্পনীর বিক্রি বেড়েছে প্রায় ১০ গুণেরও বেশী। ৮৬ সালে বিক্রি হয়েছে ১৬৫৩ লাখ ডালার মূল্যের পণ্য আর ১৯৯৩ সালের বিক্রির পরিমাণ ১৮৯৯০ লাখ মার্কিন ডলার। শুধুমাত্র ১৯৯৩ সালে নীট লাভ হয়েছে ৭৬০ লাখ মার্কিন ডলার। শুরুর ছোট এসার এখন আর ছোট নেই। জনশক্তি, ব্যবসার আকার আর আয়তনে এসার এখন অনেক বড় প্রতিষ্ঠান।

এসার বর্তমানে ঃ ১৯টি দেশের ৫৫টি অফিসে বিস্তৃত ৭২০০ কর্মীর বিশাল সংস্থা এসারকে এখন শুধুমাত্র একটি কমপিউটার কোম্পানী বলে পরিচিত করা দুষ্কর। এটি এখন একাধারে কমপিউটার কোম্পানী, কমপোনেন্ট কোম্পানী, পেরিফেরিয়াল কোম্পানী, কনজুমার ইলেকট্রনিক কোম্পানী এবং টেকনোলজি কোম্পানী। এক পরিসংখ্যান মতে বিশ্বের বৃহত্তম তথ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এসারের অবস্থান ৪৮তম। বিশ্বে ৭০টির অধিক দেশে ১০০ এর অধিক পরিবেশক এবং ১০,০০০ এর অধিক ডিলারের সহযোগিতায় এসার পিসি ব্যবহারকারীর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার মাধ্যমে ভোক্তা সেবা দিচ্ছে। টেলিফোন এনসারিং ডিভাইস, ফ্যাক্স মোডেম, মালিটিমিডিয়া, ভিডিও কমফারেন্সিং সিস্টেম আর অন লাইন সংযোগ সুবিধা কিন্তু ক্রয় ক্ষমতার নাগালের মধ্যে, এসার পিসিকে করেছে অনন্য। এসার আগামী ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্ববাজারে স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবসার জন্য ২০টি সহায়ক কোম্পানীকে তালিকায় আনার পরিকল্পনা করছে।

এসার-এর চেয়ারম্যান স্টান শিহ্

ফাস্ট ফুড কনসেপ্ট ঃ ১৯৯২ সালের তুলনায় এসারের ১৯৯৩ সালে ৫৯ শতাংশ ব্যবসা বৃদ্ধির অনেকগুলো কারণের একটি হলো এর ফাস্ট ফুড কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টের আওতায় প্রতিযোগিতামূলক দামে সেরা পন্য সরবরাহ এবং দ্রুত উন্নত সেবা প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে যা এসারকে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছে।

একটি দুটি নয় শীর্ষ আটটিতে ঃ এসার ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সর্বোচ্চ বিক্রিত কমপিউটার পণ্যে পরিণত হচ্ছে। ১৯৯২ সালে পরিচালিত এক বাজার জরীপ থেকে দেখা যায় আটটি দেশের কমপিউটার বিক্রির শীর্ষ স্থানটি দখল করে আছে এসার। দেশগুলো হলো বলিভিয়া, চিলি, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পানামা, থাইল্যান্ড ও উরুগুয়ে। এ ছাড়াও সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় এসারের অবস্থান দ্বিতীয়। অন্য আরো ১৫টি দেশ যেমন ঃ ফিলিপাইন, সৌদী আরব ইত্যাদিতে এসারের অবস্থান তৃতীয়।

লোকাল টাচ্ গ্লোবাল ব্র্যাণ্ড ঃ এসারের সাফল্যের অন্যতম প্রধান লুকায়িত চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এর 'লোকাল টাচ গ্লোবাল ব্র্যাণ্ড' নীতিকে। পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে এই নীতি গড়ে উঠেছে। এগুলো হলো লোকাল ম্যানেজমেন্ট, লোকাল শেয়ার হোল্ডার, সামগ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, সেবা কৌশলে ফাস্ট ফুড কনসেপ্টের ব্যবহার এবং যৌথ বিনিয়োগ।

'লোকাল টাচ্ গ্লোবাল ব্র্যান্ড' নীতির সফল প্রয়োগে এসার এখন বিশ্ব বাজারে সমাদৃত এক 'ব্র্যাণ্ড নেমস'। সম্প্রতি এসার সিংগাপুরের ইকোনমিক ডেভলপমেন্ট বোর্ড হতে অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারস সার্টিফিকেট লাভ করেছে। এটি এসারের সাফল্যের মাইল ফলকে মর্যাদাপূর্ণ এক স্বীকৃতি।

বিশ্ব জুড়ে এসার ঃ এসারের যৌথ বিনিয়োগকৃত কোম্পানী রয়েছে জাপান, চীন, থাইল্যাণ্ড, মেক্সিকো এবং ব্রাজিলে। সরকারী সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত এসারের বিনিয়োগ রয়েছে মালয়েশিয়া, হংকং, সিংগাপুর, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং জাপানে। বিশাল এই নেটওয়ার্কের সফল ব্যবহার ঘটিয়ে এসার তার পণ্যের সেবা পৌছে দিচ্ছে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে। পণ্যের মান আর উন্নতর সেবা এসারের জন্য রচনা করেছে বিশ্ব জুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত এক সুনাম। বৃহৎ মার্কিন কোম্পানীগুলোর ফোকাস করা এশিয়া বাজারে এসারের রয়েছে দৃপ্ত পদচারণা। ইন্টেল মনে করে ১৯৯৪ হবে 'ইয়ার অব এশিয়া'। এসারও এ বিষয়ে পুরো মাত্রায় সজাগ। তাই মালয়েশিয়া, ভারত, বাংলাদেশসহ এশিয়া বাজারে পূর্ণ সেবা সুবিধা প্রদানে তৎপর এসার। অব্যবহৃত চীনের বড় ভোক্তা বাজারের প্রতিও এসারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে।

প্রেক্ষাপট চীন ঃ চীনা ভোক্তারা এখনও উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহারে পুরোমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। কিন্তু সমাজতন্ত্রের কঠিন নিগড় থেকে ক্রমধারায় বেরিয়ে আসা চীন যে অচিরেই উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে তা ধারণা করা যায়। আর সেক্ষেত্রে চীনের বিশাল ভোক্তা বাজারে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা জাপান নয় ভবিষ্যতে চীনের অংশ তাইওয়ানের এক নম্বর কমপিউটার কোম্পানী এসারের অবস্থান নিঃসন্দেহে হবে প্রথম সারিতে।

চীনের ভবিষ্যত বাজার দখলে এখনই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার আওতায় কাজ করে চলছে এসার। কোম্পানী ইতিমধ্যে চীনে তাদের সহযোগী কোম্পানী খুঁজে বের করেছে। কোম্পানীর ইমেজ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং দক্ষ লোক তৈরী করা হচ্ছে যারা চীনা বাজারে এসারকে জনপ্রিয় করবে এবং ক্রেতাদের সেবা দিবে।

তবে কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী স্টান শিহ্ মনে করেন চীনের বাজার পেতে তাদের আরো পাঁচ থেকে দশ বছর লাগবে। আবার তিনি এও বিশ্বাস করেন চীনের বাজার পেলে পরে এসার যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানীজ কমপিউটার কোম্পানীগুলোর তুলনায় অনেক বেশী মজবুত অবস্থানে অবস্থান করবে।

এসারের এই যে অগ্রযাত্রা তা অব্যাহত রাখতে কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী স্টান শিহ্ দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করেন। এক্ষেত্রে নিজস্ব থিওরির সফল প্রয়োগও করেছেন তিনি।

(২০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

ক. জ.ঃ চট্টগ্রাম প্রদর্শনীর আহ্বায়ক হিসেবে আপনার কি বিশেষ কিছু বলার আছে?

মো. জ.ঃ অবশ্যই। আমি বরাবরই বিশ্বাস করি কমপিউটারের প্রসার একটি আন্দোলন। আমরা সকল প্রদর্শনীর আয়োজনই করি এই লক্ষ্য সামনে রেখে। চট্টগ্রামের প্রদর্শনীকে আমরা সকলে মিলে সফল করতে পারলে এই আন্দোলনে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবো। আমি সমিতির পক্ষ থেকে সকলের কাছে এই প্রদর্শনী সফল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবার আহ্বান জানাই। বিশেষ করে চট্টগ্রামের কমপিউটার অনুরাগীদের কাছে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতার অনুরোধ রাখছি। একটি নতুন শতাব্দী আমরা চট্টগ্রামে প্রদর্শনী আয়োজন করার মধ্য দিয়ে শুরু করছি। চট্টগ্রামের অনেক সূচনাই পরিণতিতে সফল হয়েছে, আশা করি আমাদের নতুন শতকও আমাদের জন্য প্রযুক্তির শতক হবে। ✻

১২,০০০ ডাটাবেস

(১২ নং পৃষ্ঠার পর)

সামর্থ যাদের নেই, তাদের জন্য আছে এর ডাটাএন্ট্রির কাজ করার সুযোগ। এখন ডাটাবেস হচ্ছে পৃথিবীর সব গ্রন্থনাকে কমপিউটার ও টেলিযোগাযোগের মধ্যে পুনরুপস্থাপনের কাজ। পশ্চিম বঙ্গে জ্যোতিবসু তার সচিবালয়কে সম্পূর্ণরূপে কমপিউটারাইজ করে নিচ্ছেন। তাঁদের সরকারী ডাটাবেস গড়ে উঠবে দিল্লীর সমান্তরালে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অহংবাদী নেতৃত্ব জাতিকে এক্ষেত্রেও দীনহীন করে দেশে দেশে যাচ্ছেন নগদ সহায়তা ভিক্ষা করতে। এর নাম জাতীয়তাবাদ!

প্রকৌশল, চিকিৎসা, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ডাটাবেস গড়ছে নানা জাতি। 'India has all the resources best suited for a manpower intensive jobs such as data base production abundant low cost intellectual manpower and entrepreneurial spirit'— ডাটাকোয়েস্ট তার দেশকে এভাবে তুলে ধরছে। তারা দুঃখ করেছে, বিশ্বে বিদ্যমান ৮০০০ বৃহৎ ডাটাবেসের একটিও তৈরী করেনি ভারত। কিন্তু এখন ভারতে অর্ধশত ডাটাবেস গড়ে ওঠার কাজ শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে এ কাজ করার ক্ষমতা আছে চেম্বার, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, উন্নয়ন গবেষণা সংস্থার! কিন্তু এসব দিকে দিকনির্দেশনা প্রদান, অবকাঠামো তৈরী, সহায়তা এবং প্রাথমিক ঝুঁকি সামলানোর সাহস দিতে হয় রাষ্ট্রকে। উদাসীন ক্ষমতাগুলো বাংলাদেশে ক্ষমতা যাপন করছে। সংকট লালন করছে। একবারও সমস্যা নিরসনে ভবিষ্যৎ পিয়াসী দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়াচ্ছেনা। এ দুর্ভাগ্য জনগণের ও দেশের। কিন্তু এ অপরাধ সরাসরি সেই রাজনীতিক ও প্রশাসকদের যারা বার্ষিক ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার চালিয়েও এ খাতটির জন্য ৫টি কোটি টাকাও ব্যয় করেন না। ✻

বিসিএস শো চট্টগ্রাম উপলক্ষ্যে বিবৃতি

'কমপিউটারের শুল্ক কমানো হোক'

\- বিসিএস

চট্টগ্রামে দু'দিন ব্যাপী কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন ঘোষণা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এ, এইচ, কাফি এবং বিসিএস কমপিউটার শো চট্টগ্রাম '৯৪-এর আহ্বায়ক মোস্তাফা জব্বার এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন –

"আগামী ৫ ও ৬ মে, ১৯৯৪ বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি চট্টগ্রামে একটি কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। আমরা মনে করছি এই প্রদর্শনীটি চট্টগ্রামের জন্য একটি স্বরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। চট্টগ্রামে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে আমরা কামনা করছি বাঙালী জাতির জন্য এই নতুন শতাব্দীটি প্রযুক্তির শতাব্দী হোক। চট্টগ্রামে কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে চট্টগ্রামের গুরুত্বকে যেমনি মনে রেখেছি তেমনি চট্টগ্রামের কমপিউটার বাজারকে সম্প্রসারণের কথাও ভেবেছি। আমাদের বিশ্বাস চট্টগ্রামবাসী স্বচক্ষে কমপিউটারের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারার ফলে চট্টগ্রামে কমপিউটার প্রচলন আরো ব্যাপক হবে।

আমাদের দেশে কমপিউটারের প্রচলন অনেক আগে শুরু হলেও সর্বস্তরে এর ব্যবহার এখনো ব্যাপক হয়নি। দু'য়েকটি খাত বাদে কমপিউটারের প্রচলন এখনো শৈশবাবস্থায়ই রয়েছে। বস্তুত আমরা কমপিউটার বিক্রেতারা দীর্ঘদিন যাবত নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দেশে কমপিউটারের ব্যাপক প্রচলনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দেশে সরকারীভাবে কমপিউটার প্রচলনের জন্য কমপিউটার কাউন্সিল গঠন করা হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি আশানুরূপ কাজ করছে না। সরকার এখনো কমপিউটার প্রচলনের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করেনি। দাতাদেশসমূহ ও বিভিন্ন মহলের চাপে সরকারী খাতে কমপিউটারের প্রচলনের বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য সেসব উদ্যোগ সফল হতে পারছে না। আমাদের ক্রমাগত দাবীর মুখেও এখনো কমপিউটারকে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত করা হয়নি। বরং কমপিউটারের অনেক যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য নানা অজুহাতে বিভিন্ন উচ্চহারে শুল্ক আদায় ও হয়রানি করা হচ্ছে। কমপিউটারের সফটওয়্যারের উপর এখনো শুল্ক বিদ্যমান। কমপিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্র ইউপিএস, কমপিউটার প্রিন্টারের রিবন ও টোনার এবং কমপিউটারের আরো অনেক ব্যবহার্য জিনিসের উপর উচ্চহারে শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। দেশে কমপিউটার সফটওয়্যারের উন্নয়ন ও বিদেশে রফতানীর জন্য কপিরাইট আইন প্রনয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়নি। সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি, ই-মেইল ও কমপিউটার সার্ভিসেস রপ্তানী করার বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্বেও সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন না করার ফলে এই খাতে আমরা এগুতে পারছি না। বছরের পর বছর ধরে আমরা দেশে কমপিউটার শিক্ষার প্রসার দাবী করে আসছি। সরকার এ বছর স্কুল-কলেজ স্তরে কমপিউটার শিক্ষা প্রচলনের কথা বললেও বাস্তবে এই উদ্যোগ কতোটা সফল হবে তা বলা কঠিন। এখনো সরকারী অফিস, ব্যাংক, আদালত ও প্রশাসনের সকল পর্যায়ে কমপিউটারের প্রয়োগ শুরুই হয়নি। অথচ একমাত্র কমপিউটারের প্রচলনই আমাদের প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, সচল ও সজীব করতে পারে।

আমরা গত নভেম্বর মাসে ঢাকায় প্রথম কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করি। সেই প্রদর্শনীতে আশাতীত সাড়া পাবার পর চট্টগ্রামে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলো। এ বছরের শেষ দিকে আমরা ঢাকায় আরো একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবো। এসব প্রদর্শনীর আয়োজনের লক্ষ্য একটিই– জনগণের কাছে কমপিউটার প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়া, জনগণকে কমপিউটার সচেতন করে তোলা।

চট্টগ্রামের এই প্রদর্শনীর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে গণমাধ্যমের উপর। আমরা এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবো বলে আশা করছি।" ✻

কমপিউটার জগৎ আপনার হাতের মুঠোয় থাকলে কমপিউটারের সমগ্র জগতটাকে আপনি জানতে পারবেন।

সাফল্যের ধারায় Acer

(২১ নং পৃষ্ঠার পর)

'গো' থিওরি ঃ কমপিউটারের প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসার বাজারে এসারের অবস্থান নিশ্চিত করতে স্টান শিহ্ নতুন এক থিওরির প্রবর্তন করেছেন সেটি হলো 'গো' থিওরি। এই থিওরির প্রাণ– 'প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের পণ্যের উন্নতি' এবং এর অন্য বৈশিষ্ট্যটি হলো মাঝখান দিয়ে শুরু না করে এক কোন থেকে শুরু করা। ধরা যাক ব্যবসার কথা– এক্ষেত্রে এসার তার যাত্রা শুরু করেছে ছোট বাজার দিয়ে তারপর পূর্ণ সামর্থ্য অর্জন শেষে বড় বাজার দখলে হাত বাড়িয়েছে।

'গো' থিওরি প্রয়োগের বেলায় দুটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ কোম্পানীর অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে হবে অতঃপর এটির বিস্তৃতিতে মনোযোগ দিতে হবে এ কারণেই দ্রুত বেড়ে উঠার মানসিকতা বিরোধী 'গো' থিওরির কৌশলগত প্রয়োগ কোম্পানীর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী বলেন, 'গো থিওরি ভিত্তিক আমাদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এমনই যে আমরা কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তা বড় ধরনের কোন ক্ষতির কারণ হয় না অথচ দ্রুত বেড়ে উঠার মানসিকতা সম্পন্ন মার্কিন কোম্পানীগুলোর একটি ভুল পদক্ষেপ তাদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়।'

'গো' থিওরিকে পুঁজি করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কোম্পানীকে সুসংগঠিত করছে স্টান শিহ্। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য তথ্য প্রযুক্তির বাজারে পাকাপোক্ত শীর্ষ আসন দখল। ✻

চট্টগ্রামবাসীদের প্রতি

চট্টগ্রামবাসী কমপিউটারকে ভালবাসেন, ভালবাসেন **কমপিউটার জগৎ**-কেও। চট্টগ্রামবাসীরা এবং চট্টগ্রামের প্রায় সকল পত্র পত্রিকা কমিউটার জগৎ– এর বিভিন্ন কার্যক্রমকে সব সময়ই ব্যাপকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। আপনাদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আমরা চট্টগ্রামে আমাদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে পারিনি, সীমিত সামর্থের কারণে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের বেশীরভাগ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যিনি সব সময় নীরব ও সরব সমর্থন জানিয়েছেন তিনি কমপিউটারে বাংলা প্রসারের অগ্রপথিক–মোস্তাফা জব্বার। তাঁর ব্যবস্থাপনায় বিসিএস আগামী ৫ ও ৬ মে চট্টগ্রামে যে প্রদর্শনী করতে যাচ্ছে তা আপনাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা পূরণ করবে। চট্টগ্রামবাসী ও চট্টগ্রামের **কমপিউটার জগৎ**– এর পাঠক-পাঠিকা এবং কমপিউটার অনুরাগীসহ সকলকে প্রদর্শনী উপভোগ করার এবং দেশ ও বিদেশের কমপিউটার প্রযুক্তির সান্নিধ্য লাভ করার আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

– কমপিউটার জগৎ কর্তৃপক্ষ